



লোকসংগ্রহ রূপী কর্ম রহস্য

Lōkasaṅgraha: The Secret of Collective Welfare

Uday Sarkar, PhD

Assistant Professor

Department of Philosophy

Seth Soorajmull Jalan Girls' College

Kolkata, West Bengal, India

Email: udaysarkar2@gmail.com

Abstract

This paper reveals the secret of liberation from the bondage generated by human actions, emphasizing 'Lokasangraha', through selfless action for societal good, nation-building, and civic duty, embodying Vedic ideals like 'Krinvanto Vishwam Aryam' and 'Vasudhaiva Kutumbakam'. The entire article is written in four parts, where alongside detailed consideration, analysis, and review, the utility and objectives of 'Lokasangraha' in society have been determined. An attempt has been made to observe this in the context of ancient times and scriptures (Vedas, Philosophy, Upanishads, Gita, and Mahabhashya) and modern society. Furthermore, the significance of human life is realized through the determination of human duty and actions.



Received: 31.10.2025

Accepted: 30.11.2025

Published: 31.12.2025

CJHSSC, Volume: 1

Issue: 2, December 2025

Page: 262 - 268

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18269182>

Copyright: Author © 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Published by: Seth Soorajmull Jalan Girls' College,
Kolkata, West Bengal, India.

Available at: www.ssjalangirlscollege.org.in/journal.php
Email: confluence.ssjgc@gmail.com

Keywords: Lokasangraha, Karma, Yoga, Jnana (Knowledge), Mukti (Liberation), Spirituality.

প্রামুখ্য:

লোকসংগ্রহ রূপ কর্ম ব্যক্তিকে জন্ম-মরণের সার্বভৌম চক্র থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি মোক্ষ বা মুক্তি প্রদানে সক্ষম। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ অমর গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবতগীতায় অর্জুন কে উপদেশ প্রদান করে বলেছিলেন। ভগবানের শ্রীমুখ থেকে নির্গত উপদেশের অভিপ্রায় হলো যে- মানুষ কর্মবন্ধনে অনিবার্যরূপে বিবশ। অর্থাৎ প্রয়োজনে- অপ্রয়োজনে মানুষ কে কর্ম করতেই হবে। কিন্তু অনাসক্ত ভাবনায় কৃত কর্ম কেবলমাত্র কর্ম না হয়ে কর্মযোগে পরিণত হয়ে যায়। তখন কর্ম-বন্ধন দৃঢ় না হয়ে বন্ধনই শিথিল হয়ে যায়। পশ্চাতে মুক্তির মার্গ অবিরতভাবে প্রশস্ত হয়ে যায়। কর্মের এই কর্মযোগকে শ্রীমদ্ভগবতগীতায় যজ্ঞের সংজ্ঞায় ভূষিত করেছেন। গীতাতে বলা হয়েছে –

যজ্ঞার্থং কর্মণঃ অন্যত্র লোকঃ অয়ং কর্ম বন্ধনঃ। গীতা -3/9

অতএব জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক যে লোকসংগ্রহ কী? লোকসংগ্রহের বাস্তবিক অভিপ্রায়কে জানতে অধিকাংশ বিদ্বানগণ ভ্রমিত হয়ে পড়েন। তাঁহারা অধিকাংশ সময় লৌকিক অভ্যুদয় প্রাপ্তি হেতু যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি কর্ম কে লোকসংগ্রহ রূপে মনে করে থাকেন বা ইহাদিগকেই লোকসংগ্রহ প্রাপ্তির একমাত্র মার্গ হিসেবে পরিগণিত করে থাকেন। কিন্তু ইহা লোকসংগ্রহের কদাপি অভিপ্রায় নহে। লোকসংগ্রহের অভিপ্রায় হলো –

লোকস্য উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারনং লোকসংগ্রহঃ। শ্রীমদ্ভগবতগীতার শঙ্কর ভাষ্য -3/20

অর্থাৎ কু-মার্গে যাওয়ার প্রবৃত্তি থেকে লোকেদের বিরত রাখার নামই হলো লোকসংগ্রহ। অভিপ্রায় হলো যে এহেন কর্ম করে যেন শিক্ষা হয় যে অশুভ কর্মের ফল যেন অবশ্যই অশুভ হয়। পাপীদের বিনাশ অবশ্যই হয়ে থাকে তথা আততায়ীরা অবশ্যই বধ্য হয়ে থাকে। এই কথাটি বার- বার অর্জুনকে বোঝানো হয়েছে – যে তুমি পাপীদের দণ্ড প্রদান হেতু যুদ্ধ করো, স্ত্রী জাতির অপমানকারী শক্তির বিনাশ হেতু যুদ্ধ করো। স্বীয় ভ্রাতার অধিকার হননকারী – কুলঘাতী পুরুষ সदैব দণ্ড যোগ্যই হয়, গুরুজনদের অপমানকারী কৌরবদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান হেতু সংহার করো। এরূপ নিষ্কাম ভাবনায় লোকসংগ্রহ হেতু কৃত কর্মকে লোকসংগ্রহ রূপে পরিগণিত হয়। রাজর্ষি জনক, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদের দ্বারা কৃত কর্ম কখনো স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নহে। কারণ তাঁহারা তো আশুতাম, প্রাপ্তপ্রাপণীয় এবং বিদিতবেদিতব্য পুরুষ ছিলেন। কোনোকিছু করা তাঁহাদের জন্য বাকি ছিল না। এতদসত্ত্বেও তাঁহারা কর্ম করে গেছেন, কারণ কর্ম ছিল তাঁহাদের কর্তব্য। কর্তব্য-কর্মই তো হলো কর্মযোগ। এই কারণেই প্রাচীন ঋষিদের কর্ম কে লোকসংগ্রহ বা লোকানুগ্রহ বলা হয়ে থাকে। আচার্য অভিনব এই কথাটি গীতার্থ সংগ্রহে প্রতিপাদিত করে বলেছেন –

প্রাপ্ত প্রাপণীয়স্য পরিপূর্ণমনসো অপি

কর্মপ্রবৃত্তৌ লোকানুগ্রহঃ প্রয়োজনম। 3/21

লোকসংগ্রহ শব্দটি সর্বপ্রথম গীতার মধ্যে বহুল প্রচলিত দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন –

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্ৰিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সমপশ্যন কর্তুমর্হসি। 3/20

অর্থাৎ হে অর্জুন! প্রাচীনকালে জনকাদি ঋষিগণ এতই সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছিলেন যে অন্যান্য ঋষিগণও তাঁদের কাছে জ্ঞান লাভের জন্য আগমন করতেন। জনকাদি ঋষিগণ এই সিদ্ধি কর্মযোগের মাধ্যমেই প্রাপ্ত করেছিলেন। কর্মযোগের এই ভাবনাকেই লোকসংগ্রহ ভাবনা বলেই পরিভাষিত করা হয়, যাহা সকল মানবের জন্য প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তথা শূদ্র যদি স্বধর্ম ভুলে পরধর্মের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য তথা কর্ম করে থাকে, তাহলে সৃষ্টির

গতিশীলতা হ্রাস পেয়ে বিনাশকে প্রাপ্ত হতে বেশি সময় লাগবেনা। গীতা স্থিত কর্ম মীমাংসার এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত সরলভাবে নিরূপণ করা হয়েছে। যদিও মহর্ষি জৈমিনি লোকসংগ্রহের এই ব্যাখ্যা সহস্রবর্ষ পূর্বে প্রদান করেছিলেন, কিন্তু সময়ান্তরালে বৌদ্ধিক ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। মহর্ষি জৈমিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন –

আত্মায়স্য ত্রিয়ার্থত্বাদ আনর্থক্যমতদর্থানাং। মীমাংসা সূত্র- ১/২১.

অর্থাৎ বেদের মূখ্য প্রয়োজন হলো কর্মযোগের প্রতিপাদন করা। কারণ কর্মহীন জ্ঞান প্রতিপাদক বাক্য নিরর্থক। কর্ম শব্দ যজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত হলেও সমস্ত কর্মই যজ্ঞের স্বরূপ হিসেবে বিবেচিত। যজ্ঞ শব্দের অভিপ্রায় হলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ, মহর্ষি জৈমিনির এই অর্থের সরল ব্যাখ্যা করে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন **যজ্ঞ-চক্রের** উপাদেয়তাকে স্বীকার করে গীতায় উপদেশ দিয়েছেন-

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষ্য ধ্বংসমেঘ ব অস্তিষ্ট কামধুক্ ॥ ৩/১০

দেবান্ ভাবযতানেন তে দেবা ভাবযন্ত বঃ।

পরম্পরং ভাবযন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম ব্যাক্যথ ॥ ৩/১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।

তৈরদত্তান প্রদাযৈভ্য যো ভুজ্ঞেস্তেন এব সঃ ॥ ৩/১২

যজ্ঞশিষ্টা শিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিষৈঃ।

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা পচন্ত্য আত্মকারণাং ॥ ৩/১৩

অনাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদ্ অনসম্ভবঃ।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্য যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৩/১৪

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩/১৫

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।

অঘায়ুরীন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩/১৬

অর্থাৎ এই চক্রে অন্য হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত সকল পদার্থ একসূত্রে অনসূত রয়েছে। কিন্তু গীতায় যজ্ঞের প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে করা হয়েছে। যজ্ঞ অনেক প্রকার। যথা - ১-দ্রব্যযজ্ঞ, ২- তপঃ যজ্ঞ, ৩- জ্ঞানযজ্ঞ, ৪- ব্রহ্ম যজ্ঞ, ৫- দেবযজ্ঞ, ৬- ভূতযজ্ঞ, ৭- নৃ - যজ্ঞ ইত্যাদি -গীতা -৮/১৫-৩২.

সরলার্থে বলা যায় যে ফলাকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম বন্ধন উৎপন্ন করে থাকে। এর বিপরীতে অর্থাৎ লোকসংগ্রহে মুক্তাবস্থার কথা পূর্ণরূপে অভিযুক্ত হয়।

লোকসংগ্রহে আধ্যাত্মিকতার চরম উৎকর্ষতা:

মীমাংসা সূত্রে বর্ণিত কর্মযোগকে অত্যন্ত সরল ও সুবোধগম্য করে গীতা প্রচলিত করেন। কারণ মানবের সর্বাঙ্গীণ জীবনের আধার হলো একমাত্র যে- কর্ম। যে কোনো মানব ক্ষণমাত্রের জন্য হলেও কর্মব্যতীত থাকা সম্ভব নহে। প্রকৃতি

স্থিত তিন গুণ -এর সমান অবস্থার নামই হলো প্রকৃতি [সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি: - এই অবধারণায় প্রকৃতিস্থ গুণ বলাৎ কর্ম হেতু নিয়তরূপে প্রেরণ করে থাকে। শ্রী মদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে -

ন হি কশ্চিদক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতি কর্মকৃত্।

কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈষ্ঠ্যৈঃ ॥ ৩/৫

কর্মের মধ্যে নিবাস করে থাকে এক প্রকার আসক্তি বা দুর্গুণ। ইহার নাম হলো - বাসনা, ফলাকাজ্জ্ঞা ও আসক্তি ইত্যাদি। কর্মের এই বিষদন্ত কে ভেঙে না ফেলা অবধি কর্মজয় করা সম্ভব নহে। কর্মফল ভোগ নিয়ত, ফলভোগ ব্যতিরেকে কেউ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হয়না। কেবলমাত্র লোকসংগ্রহের অভিলাষায় বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারি। কার্যের এই কুশলতাপূর্বক সম্পাদন যাহা বন্ধন উৎপন্ন করেনা মহর্ষি পতঞ্জলি তাহাকে যোগ বলেছেন।

যোগঃ কর্মসুকৌশলম্ ..যোগসূত্র -

কর্মসম্পাদন থেকে কর্মযোগ উত্তম। শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় বলা হয়েছে -

সম্যাসঃ কর্মযোগে নিঃশ্রেয়স করাবুভৌ।

তযন্তু কর্মসম্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে। 5/2.

কিন্তু সাধারণ কর্মবাদকে কর্মযোগে প্রবর্তিত করার জন্য তিন প্রকার সোপানের আশ্রয় অবশ্যই প্রয়োজন। সোপান তিনটি হলো -

- ১- কর্মের ফলাকাজ্জ্ঞা বর্জন।
- ২- কর্তৃত্বের অভিমান বর্জন এবং
- ৩- ঈশ্বরে অর্পণ।

এতদ বিষয়ে মহর্ষি কৃষ্ণঃ দ্বৈপায়ন উপদেশ দিয়ে বলেছেন - মানবের অধিকার কেবলমাত্র কর্মে , কর্মফলে নহে। ফলের আকাজ্জ্ঞায় কর্ম করা লোকসংগ্রহে বাধকস্বরূপ। অকর্মে সর্বদা ইচ্ছাহীন থাকা বাঞ্ছনীয়। গীতাকার বলেছেন -

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূম্মা তে সঙ্গঅস্বকর্মণি। 2/47

লোকসংগ্রহের মার্গে কর্মযোগের ইহাই মহামন্ত্র। গীতার এই শ্লোকে মোট চারটি পদ রয়েছে। এই চারটি পদকেই **কর্মযোগের চতুঃসূত্রী** বলা হয়ে থাকে। যদিও আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক কর্মে নিয়োজিত থাকা মন্দ নহে। গীতার মান্যতা অনুসারে মানবকে কর্মত্যাগ নহে, অপিতু কর্মফলে ত্যাগ বা বর্জন করা উচিত। এই ব্যাখ্যাকেই কিছু পণ্ডিত কাম্যকর্মত্যাগকেই সম্যাস রূপে পরিভাষিত করে থাকে। যেমন -

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সম্যাসং কবয় বিদুঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহসত্যগং বিচক্ষণাঃ। 18/2

কর্তাকে কৃতকর্মে কর্তৃত্বাভিমান বর্জন অনিবার্য। কারণ সকল প্রকার জীব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির দাস। এই কারণে বলাৎ প্রাণীদের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করিয়ে থাকে। এরূপ কর্মে কর্তৃত্বের অভিমান কিসে ? তৃতীয় সোপান - সকল কর্মের নিষ্পাদন সমর্পণ ভাবনা দ্বারা করা উচিত। মহর্ষি কৃষ্ণঃদ্বৈপায়ন বলেছেন -জীব সকল যাহা কিছু করে থাকে, যেমন- ভোজন করা, আছতি প্রদান, দান, তপস্যা করা প্রভৃতি কর্মকে ভগবৎ অর্পণ করা। পরিণামস্বরূপ কর্মবন্ধনে শুভাশুভ ফল হইতে মুক্ত হয়ে যাবে। এই ভাবে কর্মযোগের নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। গীতায় বলা হয়েছে -

যৎ করোষি যদশ্লাসি যদজুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্ ॥ ৯/২৭

বিশ্লেষণ:

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আসক্তি দ্বারা কর্মের আচরণ করে থাকে। কিন্তু জ্ঞানী বা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আসক্তিরহিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। এখানে হেতু কেবলমাত্র লোকসংগ্রহ। অভিপ্রায় হলো- লোককর্ম যথাবৎ রূপে নির্বাহ করা। এখানেই অজ্ঞ ও বিজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। গীতায় বলা হয়েছে

সজ্জাঃ কর্মণি বিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।

কুর্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসজ্জশ্চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্ ॥ ৩/২৫

এখানেই প্রমাণিত হয় যে কর্মকে কর্ম ভাবনায় করা। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নাগরিক দায়িত্ব কখনোই এড়িয়ে যেতে পারেনা। এবিষয়ে আধুনিক কালের পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল KANT বলেছেন যে - Duty for Duty sake অর্থাৎ কর্তব্য কর্তব্যের জন্য- ইহা প্রমাণিত হয়। এর ভাবনা লোকসংগ্রহ থেকেই নির্গত হয়। নিষ্কাম কর্মভাব যদিও কর্ম ও ফল এই চারটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। যাহা নিম্ন প্রকার -

১- আলস্য বা প্রমাদবশতঃ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে তদহেতু কর্ম করে যাওয়া - ইহা জনসম্মত মার্গ যাহা নিঃকৃষ্ট বা নিন্দনীয় বলে প্রতিপাদিত হয়েছে।

২- ফলের আকাঙ্ক্ষায় তদ উচিত কর্মের সম্পাদন করা -ইহা সকাম কর্মমার্গ - যাহা কর্ম - বন্ধন উৎপন্ন করে থাকে।

৩- অনাবশ্যকতার কারণেও ফলের আশা না করে কর্ম সম্পাদন না করা - ইহা নিষ্কাম কর্মমার্গ হলেও এই মর্মে লোকে জীবনযাত্রা নির্বৎ করা যথাযথ সম্ভব নহে।

৪- ফলের আকাঙ্ক্ষা না করেও কর্ম সম্পাদন করা - ইহা শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা অনুসারে কর্মযোগ নামে খ্যাত। ইহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় মার্গের সমন্বয়।

কর্মযোগের এই রহস্য অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সহজে বোধগম্য হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই কারণে সকলেই লোকসংগ্রহে ব্রতী হয়না। আধিভৌতিক আধিদৈবিক পশ্চাতে নামমাত্র আধ্যাত্মিক কর্মে লিপ্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহপূর্বক কর্ম সম্পাদন করে থাকে। যদিও লোকব্যবহারে ইহা প্রয়োজন, কিন্তু চরম আধ্যাত্মিকতা নহে। একমাত্র লোকসংগ্রহের দ্বারা অগ্রসর হয়ে চরম আধ্যাত্মিকতা বা মুক্তি প্রাপ্ত করা সম্ভব, অন্যথা নহে। উদ্দেশ্যবিহীন জীবন-যাত্রা বা কর্ম সম্পাদন পশুসম।

আচার্য ভর্তৃহরি কৃত নীতিশতকে বলেছেন -

আহার নিদ্রাভয় মৈথুনং চ সামান্যমেতদ্ পশুভিঃ নরাণাম্ ।

ভারতীয় ঋষি-মহর্ষিগণ , বেদ, উপনিষদ, দর্শন, মহাভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে সৃষ্টির আদিকাল থেকেই গান করে এসেছেন। মহাভারতের ঋষি বলেছেন-

এতদ্ উদ্দেশ্য প্রসূতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ।

স্বম্ স্বম্ চরিত্রং শিক্ষেরণ পৃথিব্যা সর্বমানবাঃ ॥ মহাভারত ২/২০

ভারতীয় ষড়দর্শন - ন্যায়- বৈশেষিক, সাংখ্য- যোগ, মীমাংসা- বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনের প্রণয়ন লোকসংগ্রহের প্রণালীর কারণেই হয়েছে। আগম গ্রন্থে বলা হয়েছে -

শাসনাৎ শংসনাৎ শাস্ত্রং শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।

শাসনং দ্বিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রলক্ষণবেদিভিঃ।

শংসনং ভূতবস্তুর বিষয়ং ন ক্রিয়াপরম্ ॥

অর্থাৎ শাস্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তি দুটি ধাতু দ্বারা হয়েছে। যথা- শাস এবং শংস। অর্থ হলো আদেশ তথা বর্ণনা করা। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা যথাযথ অধ্যয়নপূর্বক আচরণ দ্বারা নাগরিক দায়িত্ব পালনও যেমন একদিকে সম্ভব, অন্যদিকে লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুক্তিগামী হওয়ার জন্য উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন ব্রহ্ম বিদ্যার চরম আধ্যাত্মিকতাকে প্রতিপাদিত করেছেন। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে -

স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জৈষ্ঠপুত্রায় প্রাহ্ । মুণ্ডক উপনিষদ্ ১/১

এই বসয়টিকে গীতাকার মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন উদ্ধৃত করে বলেছেন -

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্। - 10/32

উপসংহার:

লোকসংগ্রহ রূপী কর্ম রহস্যের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনের তাত্ত্বিক, নৈতিক, ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি একে -অপরের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে একটি তত্ত্বকে বাদ দিলে মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তকরা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রথমে বস্তু পরীক্ষণ - নির্ণয় - সংখ্যা-তত্ত্বজ্ঞান- কর্মনির্ধারণ- সম্পাদন- চরিত্রে ধারণপূর্বক জ্ঞান আরোহণ করে মুক্তি লাভ করা। এখানে বর্ণধর্ম পালন, আশ্রম ধর্মের কর্তব্য -পালন, পুরুষার্থ চতুষ্টয়-এর জ্ঞান, অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের জ্ঞান শ্রবণ- মনন - নিদিধ্যাসন পশ্চাতে আত্ম - সাক্ষাৎকার এবং মুক্তি ক্রমশঃ শৃঙ্খলা বদ্ধ হিসেবে রয়েছে। অর্থাৎ মানব জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যবহারপক্ষ ও আধ্যাত্মিকপক্ষ সমানরূপে পালনীয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে-

1-আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

আত্মনো বা অরে দর্শনেন, শ্রবণেন, মত্যা বিজ্ঞানেনেনদং সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি।। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৪/৮

2- শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্য মন্তব্যঃ উপপত্তিভিঃ।

মত্বা তু সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতা: .

3- ধর্ম জিজ্ঞাসমানানাম প্রমাণম পরমম শ্রুতিঃ।

রাষ্ট্রীয় ভাবনায় মানব বা নাগরিক ভিন্ন-ভিন্ন কর্মে লিপ্ত থাকে, যেমন - ব্যবহারে, জ্ঞানে, ধ্যানে তথা ভক্তিতে। এখানে অভিপ্রায় হলো যে প্রত্যেক মানবের পক্ষে ব্যবহার যেমন অপরিহার্য, তেমনি জ্ঞান-ধ্যান- ভক্তিও আধ্যাত্মিক চরমোৎকর্ষের জন্য অনিবার্য। এতদ ব্যতিরেকে মুক্তি সম্ভব নহে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে - ঋতে জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ। সুতরাং প্রকৌশলী হোক বা চিকিৎসক হোক, রাজনেতা হোক বা সাধারণ মানুষ সকলের জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের অধ্যয়ন অনিবার্য হওয়া উচিত। এতদ ব্যতিরেকে সমাজ , সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সনাতন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুখ এক প্রজন্ম তৈরী হতে থাকবে, যাহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব কর্মের মাধ্যমে লোকসংগ্রহের রহস্য জেনে পরমগতি প্রাপ্ত করা মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত ,ইহাই সনাতন স্বীকৃতি।

সন্দর্ভ গ্রন্থসূচী -

- ১- শাস্ত্রী, আচার্য উদয়বীর, (২০১৯), *মীমাংসা দর্শন ভাষ্য* [দ্বিতীয় সংস্করণ], দিল্লী : বিজয়কুমার গোবিন্দরাম হাসানন্দ।
- ২- উপাধ্যায়, আচার্য বলদেব, (১৯৯৭), *ভারতীয় দর্শন* [নবীন সংস্করণ], বারাণসী : শারদা মন্দির।
- ৩- সরস্বতী, স্বামী সমর্পণানন্দ, (২০০১), *শ্রীমদ্ভগবৎগীতা* [চতুর্থ সংস্করণ], গাজিয়াবাদ : সমর্পণ শোধ-সংস্থান।
- ৪- কুমার, ডঃ সুরেন্দ্র, (২০১৭), *বিভূক্ত মনুস্মৃতি* [অষ্টম সংস্করণ], দিল্লী : বিজয়কুমার গোবিন্দরাম হাসানন্দ।
- ৫- রাণী, আচার্য্য রাকেশ, (১৯৭০), *ঋগ্বেদ* [প্রথম সংস্করণ], দিল্লী : স্বামী দয়ানন্দ সংস্থান।
- ৬- শাস্ত্রী, আচার্য রাজবীর, (২০০১), *যোগ দর্শন* [তৃতীয় সংস্করণ], দিল্লী : আর্ষ সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট।
- ৭- পাঠক, দিবাকর, (১৯৭৪), *ভারতীয় নীতিশাস্ত্র*, পাটনা : বিহার হিন্দী গ্রন্থ একাডেমী।
- ৮- শঙ্কর, আচার্য, (২০১৪), *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, উত্তর প্রদেশ : গীতা প্রেস গোরক্ষপুর।
- ৯- মুসলগাওকর, ডক্টর রাজেশ্বর শাস্ত্রী, (২০১১), *ভর্তৃহরি নীতিশতক*, বারাণসী : চৌখাম্বা প্রকাশনী।
- ১০- শাস্ত্রী, পণ্ডিত রামনারায়ণ দত্ত, (২০২১), *মহাভারত*, উত্তর প্রদেশ : গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর।
- ১১- গৈরালা, বাচস্পতি, (১৯৮৪), *কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র* [হিন্দি সংস্করণ], বারাণসী : চৌখাম্বা প্রকাশনী।
- ১২- শঙ্কর, আচার্য, (২০১৪), *মুণ্ডকোপনিষদ*, উত্তর প্রদেশ : গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর।